"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা বাবার কাছে এসেছো নিজেদের ক্যারেক্টারর্স সংশোধন করতে, তোমাদের এখন দৈবী ক্যারেক্টারর্স বানাতে হবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের চোখ বন্ধ করে বসতে কেন নিষেধ করা হয়?

*উত্তরঃ - কেননা দৃষ্টি দ্বারা ভরপুর করেন যিনি সেই বাবা তোমাদের সম্মুখে রয়েছেন । যদি চোখ বন্ধ থাকে তবে ভরপুর হবে কীভাবে । স্কুলে চোখ বন্ধ করে বসতে নেই । চোখ বন্ধ থাকলে আলস্য আসবে । তোমরা বাচ্চারা তো এই স্কুলে পড়াশোনা করছো, এ হলো সোর্স অফ ইনকাম । লক্ষ লক্ষ পদম উপার্জন হচ্ছে তোমাদের, উপার্জন করতে গিয়ে আলস্য, উদাসীনতা আসা উচিত নয় ।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চাদেরকে বাবা বোঝাচ্ছেন । বাচ্চারা তো জানে আত্মিক বাবা পরমধাম থেকে এসে আমাদের পড়াচ্ছেন । কি পড়াচ্ছেন? বাবার সাথে আত্মার যোগযুক্ত হওয়ার পদ্ধতি শেখাচ্ছেন, যাকে স্মরণের যাত্রা বলা হয় । বাবা এও বলেছেন - বাবাকে স্মরণ করতে করতে মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা তোমরা পবিত্র হয়ে নিজেদের পবিত্র শান্তিধামে পৌঁছে যাবে । কত সহজভাবে বুঝিয়েছেন । নিজেকে আত্মা মনে করো আর নিজের প্রীতম অসীম জাগতিক বাবাকে স্মরণ করো, তবে তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের যে পাপ সঞ্চিত হয়ে আছে, তা ভস্মীভূত হতে থাকবে । একেই বলা হয় যোগ অগ্নি । এ হলো ভারতের প্রাচীন রাজযোগ, যা বাবা প্রতি ৫ হাজার বছর পরে এসে শিখিয়ে থাকেন । অসীম জাগতিক বাবাই এই ভারতে, সাধারণ শরীরে (ব্রহ্মা বাবা) প্রবেশ করে তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে বলেন । এই স্মরণের দ্বারাই তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ কেটে যাবে। কেননা বাবা হলেন পতিত-পাবন এবং সর্বশক্তিমান । তোমাদের আত্মা রূপী ব্যাটারি এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে । যা সতোপ্রধান ছিল এখন তাকে পুনরায় সতোপ্রধান কীভাবে করে তুলবে, যাতে তোমরা সতোপ্রধান দুনিয়াতে যেতে পার বা শান্তিধামে ঘরে ফিরে যেতে পার । বাচ্চাদের এটা খুব ভালোভাবে স্মরণে রাখা উচিত । বাবা বাচ্চাদের এই ডোজ দিচ্ছেন, এই স্মরণের যাত্রা তোমরা উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে করতে পারো । যতটা সম্ভব গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্মফুলের মতো পবিত্র থাকতে হবে । বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর সাথে সাথে দৈবীগুণও ধারণ করতে হবে। কেননা, এই দুনিয়ার মানুষের হলো আসুরি ক্যারেক্টার । তোমরা বাচ্চারা এখানে এসেছো দৈবী ক্যারেক্টার গড়ে তুলতে । এই লক্ষ্মী-নারায়ণের ক্যারেক্টার খুব মিষ্টি ছিল । ভক্তি মার্গে ওদেরই মহিমা গাওয়া হয়েছে । ভক্তি মার্গ কবে থেকে শুরু হয়েছে, এটা কারও জানা নেই । এখন তোমরা বুঝেছো আর রাবণ রাজ্য কবে থেকে শুরু হয়েছে, এটাও এখন জেনেছো । বাচ্চারা, তোমাদের এই সম্পূর্ণ নলেজ বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে । যখন জানো যে আমরা জ্ঞানের সাগর রুহানী বাবার সন্তান, এখন রুহানী বাবা আমাদের শিক্ষা প্রদান করতে এসেছেন । এটাও জানো যে ইনি কোনও অর্ডিনারী পিতা নন । ইনি হলেন অসীম জাগতিক পিতা যিনি আমাদের পড়াতে এসেছেন । ওঁনার নিবাস স্থান হল ব্রহ্মলোকে । সবার লৌকিক পিতা তো এখানেই । বাচ্চাদের এটা দৃঢ়তার সাথে নিশ্চয় হওয়া উচিত - আমরা আত্মাদের শিক্ষা প্রদানকারী পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি অনন্ত অসীম জগতের পিতা। ভক্তি মার্গে লৌকিক পিতা থাকা সত্ত্বেও পরমপিতা পরমাত্মাকে আহ্বান করে । ওঁনার যথার্থ নাম শিব । বাবা স্বয়ং বুঝিয়ে বলেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, আমার একটাই নাম শিব। যদিও অনেক নামে অনেক মন্দির নির্মাণ করেছে, কিন্তু সেসবই হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী। আমার একটাই যথার্থ নাম, তা হল শিব । তোমরা বাচ্চাদের আত্মা-ই বলা হয়, শালগ্রাম বললেও কোনও ভুল নেই । অসংখ্য শালিগ্রাম আছে, কিন্তু শিব একজনই । তিনি হলেন অসীম জগতের পিতা, বাকি সবাই তাঁর সন্তান । এর আগে তোমরা ছিলে লৌকিক (হদের) সন্তান, লৌকিক পিতার কাছে থাকতে । জ্ঞান তো ছিল না । সুতরাং অনেক রকমের ভক্তি করতে । অর্ধকল্প ধরে ভক্তি করেছো, দ্বাপর থেকে ভক্তি শুরু হয়। রাবণ রাজ্যও ঐ সময় থেকে শুরু হয়েছে । এ হলো অতি সহজ বিষয় । কিন্তু এতো সহজ কথাও খুব কম জনই বুঝতে পারে । রাবণ রাজ্য কবে থেকে শুরু হয়েছিল, এটাও কেউ জানে না । তোমরা মিষ্টি বাচ্চারা জান - বাবাই হলেন জ্ঞানের সাগর । যা ওঁনার কাছে আছে তাই তিনি এসে বাচ্চাদের দিয়ে থাকেন । শাস্ত্র তো ভক্তি মার্গের জন্য ।

এখন তোমরা বুঝেছো - জ্ঞান, ভক্তি তারপর হলো বৈরাগ্য । এই ৩ টিই হলো প্রধান । সন্ন্যাসীরাও জানে জ্ঞান ভক্তি আর বৈরাগ্য । কিন্তু সন্ন্যাসীদের হলো নিজেদের সসীম বৈরাগ্য । ওরা অসীম জগতের বৈরাগ্য সম্পর্কে শেখাতে অপারগ । দুই প্রকারের বৈরাগ্য রয়েছে - এক হলো সীমিত বৈরাগ্য, অপরটি হলো অসীম জগতের বৈরাগ্য । ওটা হলো হঠযোগী

সন্ন্যাসীদের বৈরাগ্য । এ হলো অসীম জগতের বৈরাগ্য । তোমাদের হলো রাজযোগ। ওরা ঘরবাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে চলে যায়, সুতরাং ওদের সন্ন্যাসী নাম দেওয়া হয় । হঠযোগী ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যায় পবিত্র থাকার জন্য । এটাও ভালো । বাবা বলেন - ভারত তো পবিত্র ছিল । এর মতো পবিত্র খন্ড আর কিছু হয় না । ভারতের এতো উচ্চ মহিমার কথা ভারতবাসীরা নিজেরাই জানে না । বাবাকে ভুলে যাওয়ার কারণে সব কিছু ভুলে যায় অর্থাৎ নাস্তিক আর অনাথ হয়ে যায় । সত্যযুগে কতো সুখ-শান্তি ছিল । এখন কতো দুঃখ-অশান্তি ! মূলবতন-ই তো হলো শান্তিধাম, যেখানে আমরা আত্মারা বাস করি । আত্মারা নিজের ঘর থেকে এখানে আসে অসীম জগতের ভূমিকা পালন করতে । এখন হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, যখন অসীম জগতের পিতা আসেন নতুন দুনিয়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য । বাবা এসে উত্তম থেকে উত্তম (শ্রেষ্ঠতম) করে তোলেন । ওঁনাকে উচ্চতমের থেকেও উচ্চ - ভগবান বলা হয় । কিন্তু তিনি কে, কাকে বলা হয়, এসব কিছুই জানে না । একটা বড় শিবলিঙ্গ রেখে দিয়েছে । ভেবেছে এই লিঙ্গই নিরাকার পরমাত্মা । আমরা আত্মাদের পিতা তিনি - মানুষ এটাও বোঝে না, শুধুই পূজা করে। সবসময় শিববাবা বলেন, রুদ্র বাবা বা বাবুলনাথ বাবা বলবে না । তোমরা লিখেও থাক শিববাবা স্মরণ আছে? এই স্লোগান ঘরে-ঘরে লাগানো উচিত যে - শিববাবাকে স্মরণ করলে পাপ ভস্ম হবে। কেননা পতিত-পাবন একজনই - বাবা । এই পতিত দুনিয়াতে একজনও পবিত্র হতে পারে না। আবার পবিত্র দুনিয়াতেও একজনও পতিত থাকে না । শাস্ত্রে তো সব জায়গায়ই পতিত বলে লেখা আছে । ত্রেতাতেও বলে দেয় রাবণ ছিল, সীতাকে হরণ করা হয়েছিল । কৃষ্ণের সাথেও কংস, জরাসন্ধ, হিরণ্যকশিপু ইত্যাদি দেখানো হয়েছে । কৃষ্ণের উপর কলঙ্ক লেপন করা হয়েছে । সত্যযুগে এসব হতেই পারে না । কত মিথ্যে কলঙ্ক দেওয়া হয়েছে । বাবার উপরেও কালিমা লেপন করেছে, দেবতাদের উপরেও কালিমা লেপন করা হয়েছে । সবারই গ্লানি করতে থাকে । সুতরাং এখন বাবা বলছেন, এ হলো স্মরণের যাত্রা, আত্মাকে পবিত্র করে তোলার । পবিত্র হয়ে তারপর পবিত্র দুনিয়াতে যেতে হবে । বাবা ৮৪ চক্রও ব্যাখ্যা করেছেন । এখন তোমাদের এটা হলো অন্তিম জন্ম, তারপর ঘরে ফিরে যেতে হবে । ঘরে তো শরীর যাবে না । সব আত্মাকে যেতে হবে। সেইজন্য মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা মনে করে বসো, নিজেকে দেহ মনে কোরো না । সৎসঙ্গে তোমরা দেহ-অভিমানী হয়ে বসো । এখানে বাবা বলেন - দেহী-অভিমানী হয়ে বসো । যেমন আমার মধ্যে সংস্কার আছে - আমি জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর ইত্যাদি... বাচ্চারা, তোমাদেরও এমন হতে হবে । তিনি অসীম জগতের পিতা এবং সীমিত জগতের পিতার মধ্যে বৈসাদৃশ্যও ব্যাখ্যা করেছেন । অসীম জগতের বাবা বসে তোমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান বুঝিয়ে বলেন । আগে তোমরা জানতে না। এখন সৃষ্টি চক্র কীভাবে ঘোরে, এর আদি-মধ্য-অন্ত এবং চক্রের আয়ু কত সব বুঝিয়ে দেন। ভক্তি মার্গে তো কল্পের আয়ু লক্ষ বছর শুনিয়ে ঘোর অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়েছে । অবনতির দিকেই নেমে এসেছে । বলাও হয়ে থাকে যত আমরা ভক্তি করবো ততই পিতাকে টেনে আনবো । বাবা এসে আমাদের পবিত্র করে তোলেন । বাবাকে টেনে আনে (আহ্বান করে, ডাকে) কেননা পতিত হয়ে বড়ই দুঃখী হয়ে পড়ে । তারপর বলে আমরা বাবাকে আহ্বান করি। বাবাও তখন দেখেন বাচ্চারা সম্পূর্ণ দুঃখী হয়ে তমোপ্রধান হয়ে গেছে, ৫ হাজার বছর পূর্ণ হওয়ার পর তবেই তিনি আসেন । এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন পুরানো দুনিয়ার জন্য নয় । তোমাদের আত্মা তা ধারণ করে সাথে নিয়ে যাবে । যেমন আমি জ্ঞানের সাগর, তোমরাও তেমনি জ্ঞানের নদী । এই নলেজ এই দুনিয়ার জন্য নয় । এই দুনিয়া তো ছিঃ ছিঃ, শরীরও ছিঃ ছিঃ হয়ে গেছে, একে তো ত্যাগ করতে হবে। শরীর তো এখানে পবিত্র হতে পারে না । আমি হলাম আত্মাদের পিতা । আত্মাদের পবিত্র করে তুলতে এসেছি । এইসব বিষয় মানুষ তো কিছুই জানে না । সম্পূর্ণ পাথর বুদ্ধি পতিত হয়ে গেছে। আর সেইজন্যই গেয়ে ওঠে পতিত-পাবন.....। আত্মাই পতিত হয়ে গেছে । আত্মাই সবকিছু করে। ভক্তিও আত্মাই করে, শরীরও আত্মাই ধারণ করে।

এখন বাবা বলেন, আমি তোমাদের, অর্থাৎ আত্মাদের নিয়ে যেতে এসেছি । আমি অসীম জাগতিক পিতা, আত্মারা তোমাদের আহ্বান শুনেই এসেছি, তোমরা কতো ডেকেছো । এখনও পর্যন্ত আহ্বান করে বলে - হে পতিত-পাবন, ও গডফাদার! তুমি এসে যদি এই পুরানো দুনিয়ার দুঃখ থেকে, ডেভিলের (শয়তান) থেকে লিবারেট করো, তবে আমরা সবাই ঘরে ফিরে যাবো । আর তো কেউ জানেই না যে - আমাদের ঘর কোথায়, ঘরে কিভাবে যাবো, কবে যাবো । মুক্তিতে যাওয়ার জন্য কত মাথা ঠোকে, কত গুরু করে । জন্ম-জন্মান্তর ধরে মাথা ঠুকে এসেছে । ঐ সব গুরুরা জীবন মুক্তির সুখকে তো জানেই না । ওরা শুধুই মুক্তি চায় । বলেও থাকে বিশ্বে শান্তি কিভাবে হবে? সন্ন্যাসীরাও মুক্তিকেই জানে, জীবন মুক্তিকে জানেনা । কিন্তু মুক্তি-জীবনমুক্তি দুইয়েরই অবিনাশী উত্তরাধিকার বাবা-ই প্রদান করে থাকেন । তোমরা যখন জীবনমুক্তিতে থাকো বাকি সবাই মুক্তিধামে চলে যায় । এখান তোমরা বাচ্চারা নলেজ গ্রহণ করছো, এই রকম হওয়ার জন্য । তোমরাই সবচেয়ে বেশি সুখ দেখেছ তারপর সবচেয়ে বেশী দুঃখও তোমরা দেখেছো । আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের তোমরাই ছিলে, তারপর ধর্ম-ভ্রষ্ট, কর্ম-ভ্রষ্ট হয়ে গেছো । তোমরা পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গের ছিলে, এই লক্ষ্মী-নারায়ণও পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গের । ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া এটা সন্ন্যাসীদের ধর্ম । সন্ন্যাসীরা প্রথমে খুব ভালো

ছিল, তোমরাও প্রথমে ভালো ছিলে, এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছো । বাবা বলেন এটাই হলো ড্রামার খেলা । বাবা বোঝান - এই পড়াশোনাই হলো নতুন দুনিয়ার জন্য । পতিত শরীর, পতিত দুনিয়ায় ড্রামানুসারে আমাকে আবার ৫ হাজার বছর পরে আসতে হয় । না কল্প লক্ষ বছরের, না আমি সর্বব্যাপী । তোমরা তো আমার গ্লানি করে এসেছো, তারপরও আমি তোমাদের উপকার করি । শিববাবার যত গ্লানি করা হয়েছে, তেমনটা আর কারও ক্ষেত্রে হয়নি। যে বাবা তোমাদের বিশ্বের মালিক করে তোলেন তাঁকেই তোমরা বলো সর্বব্যাপী । যখন গ্লানির সীমা অতিক্রম করে, তখনই আমি এসে উপকার করি । এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, কল্যাণকারী যুগ । যখন তোমাদের পবিত্র করে তুলতে আসি। পবিত্র বানানোর জন্য কত সহজ উপায় বলে দেন । তোমরা ভক্তি মার্গে অনেক ধাক্কা খেয়েছো, পুকুরেও স্নান করতে গেছো । ভেবেছো এর দ্বারাই পবিত্র হয়ে যাব । এখন কোথায় সেই জল আর কোথায় পতিত-পাবন পিতা । ওসব হলো ভক্তি মার্গ, এ হলো জ্ঞান মার্গ । মানুষ কত ঘোর অন্ধকারে পড়ে আছে । কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় শায়িত । এ তো তোমরা জানো - গাওয়াও হয়ে থাকে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি বিনাশ ডেকে আনে । এখন তোমাদের হলো নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী প্রীতবুদ্ধি । এখনও সম্পূর্ণ প্রীতবুদ্ধি নয়, কেননা মায়া প্রতি মুহূর্তে ভুল করিয়ে দেয় । এ হলো ৫ বিকারের লড়াই । পাঁচ বিকারকে রাবণ বলা হয় । রাবণের উপর গাধার শির দেখানো হয়েছে ।

বাবা এও বুঝিয়েছেন যে - স্কুলে কখনও চোখ বন্ধ করে বসা উচিত নয় । ওটা তো ভক্তি মার্গে বলা হয় যে চোখ বন্ধ করে ভগবানের স্মরণে বসো । এখানে তো বাবা বলেন এটা হলো স্কুল । শুনেছো যে দৃষ্টি দ্বারা ভরপুর করে সব কিছুর ঊর্ধ্বে নিয়ে যান। তাই তো বলা হয় যে ইনি হলেন জাদুকর । আরে তো গাওয়াও তো হয়ে থাকে যে, দেবতারাও দৃষ্টি দ্বারা ভরপুর হয়ে যায় । দৃষ্টি দ্বারা মানুষকে দেবতা করে তোলেন যিনি, তিনি তো জাদুকরই হলেন, তাই না । বাবা বসে আত্মা রূপী ব্যাটারি চার্জ করছেন আর বাচ্চারা চোখ বন্ধ করে বসে থাকলে তাকে কি বলবে! স্কুলে চোখ বন্ধ করে বসতে নেই । নয়তো আলস্য আসে, পড়াশোনা হল সোর্স অফ ইনকাম । লক্ষ লক্ষ পদ্ম উপার্জন । উপার্জন করতে বসে কখনও হাই তুলতে নেই । এখানে আত্মাদেরকে এটা সংশোধন করতে হবে । এটাই হলো এইম অব্জেক্ট, যা সম্মুখে রয়েছে (সামনের লক্ষ্মী-নারায়ণের ছবি) । তাদের রাজধানী দেখতে হলে দিলওয়ারা মন্দিরে যাও । ওটা হলো জড়, আর এ হলো (মধুবন) চৈতন্য দিলওয়ারা মন্দির । এখানে দেবতারাও আছে, স্বর্গও আছে (যদিও এখন তারা পুরুষার্থী রূপে রয়েছে) । সবার সদ্গতি দাতা আবুতেই আসেন, সেইজন্যই সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ হলো আবু । ধর্ম স্থাপক বা গুরু যারাই আছে, সবারই সদ্গতি বাবা এখানে এসেই করেন । এটাই হলো সবচেয়ে বড় তীর্থ, কিন্তু গুপ্ত রূপে । একে কেউ-ই জানে না । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) যে সংস্কার বাবার মধ্যে রয়েছে, সেই সংস্কারই ধারণ করতে হবে । বাবার সমান জ্ঞানের সাগর হতে হবে । দেহী-অভিমানী হয়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে ।

২) আত্মা রূপী ব্যাটারিকে সতোপ্রধান করে তোলার জন্য চলতে-ফিরতে স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে । দৈবী ক্যারেক্টারস ধারণ করতে হবে । অত্যন্ত মিষ্টি হতে হবে ।

বরদানঃ- ত্রিকালদর্শী হয়ে দিব্যবুদ্ধির বরদানকে কার্যে প্রয়োগকারী সফলতা সম্পন্ন ভব

বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চাকে দিব্য বুদ্ধির বরদান দিয়েছেন। দিব্য বুদ্ধির দ্বারাই বাবাকে, নিজেকে আর তিন কালকে স্পষ্ট ভাবে জানতে পারো। সর্ব শক্তিগুলিকে ধারণ করতে পারো। দিব্যবুদ্ধি যুক্ত আত্মা কোনও সংকল্পকে কর্ম বা বাণীতে নিয়ে আসার পূর্বে প্রতিটি বাণী আর কর্মের তিনকালকে জেনে প্র্যাক্টিক্যালে নিয়ে আসে। তার সামনে পাস্ট আর ফিউচারও এতটাই স্পষ্ট হয় যতটা প্রেজেন্ট স্পষ্ট হয়। এইরকম দিব্য বুদ্ধি সম্পন্ন আত্মারা ত্রিকালদর্শী হওয়ার কারণে সদা সফলতা সম্পন্ন হয়ে যায়।

স্লোগানঃ- সম্পূর্ণ পবিত্রতাকে যে ধারণ করতে পারে, সে-ই পরমানন্দের অনুভব করতে পারে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;